10 MINUTE SCHOOL

বাংলা

শব্দ প্রকরণ

শব্দ গঠন

বাংলা ভাষায় নিম্ন লিখিত উপায়ে শব্দ গঠিত হতে পারে। এগুলো হলোঃ

- সন্ধির মাধ্যমে
- সমাসের সাহায্যে
- উপসর্গযোগে
- প্রত্যয়যোগে
- বিভক্তিযোগে
- পদ পরিবর্তন দ্বারা
- শব্দের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে
- পদাশ্রিত নির্দেশক দ্বারা

তবে বাংলা শব্দ গঠনের প্রধান উপায় তিনটিঃ

ক) সমাসের মাধ্যমে খ) প্রত্যয়ের মাধ্যমে এবং গ) উপসর্গযোগে

শব্দের অর্থ

শব্দের তিন ধরনের অর্থ হতে পারে। যথাঃ

ক) বাচ্যার্থঃ শব্দ যখন তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ জল বলতে পানিকেই বোঝায়।

খ) লক্ষ্যার্থঃ শব্দ যখন আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ কানকথা। লক্ষার্থকে রূপকার্থ বা আলংকারিক অর্থও বলা হয়।

গ) ব্যাঙ্গার্থঃ বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ–এর বাইরে অন্য কোন অর্থ বোঝায়। যেমনঃ মহাযাত্রা বলতে মহাসমারোহে যাত্রা নয়, বরং মৃত্যু বোঝায়।

শব্দের শ্রেণীবিভাগ

গঠনমূলক দিক থেকে শব্দ ২ প্রকারঃ	অর্থমূলক দিক থেকে শব্দ ৩ প্রকারঃ
• মৌলিক • সাধিত	• যৌগিক • রুঢ়ি • যোগরুঢ়

উৎসমূলক দিক থেকে শব্দকে ভাগ করা যায় পাঁচ ভাগেঃ

ক) তৎসম	খ) অর্ধ-তৎসম	গ) তদ্ভব	ঘ) দেশি	ঙ) বিদেশি

গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ

ক) মৌলিক শব্দঃ

সংজ্ঞা	যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে।
বৈশিষ্ট্য	স্পষ্ট অর্থবোধকতা ও অবিভাজ্যতা।
চেনার উপায়	শব্দের সাথে কোনো প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি যুক্ত থাকে না।
যেমন	ফুল। ফুল - কে বিশ্লেষণ করলে কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফুল পূর্ণ রূপেই অর্থ প্রকাশ করে। তাই ফুল একটি মৌলিক শব্দ।
উদাহরণ	গোলাপ, নাক, ফল, হাত ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার ৯৬ শতাংশ শব্দই মৌলিক। মৌলিক শব্দই ভাষার মূল উপকরণ।

খ) সাধিত শব্দঃ

সংজ্ঞা	যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ বা ভেঙে আলাদা করা যায়, তাকে সাধিত শব্দ বলে।
বৈশিষ্ট্য	বিশ্লেষণ করলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়।
চেনার উপায়	একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে গঠিত থাকে।
যেমন	গোলাপ + ঈ = গোলাপী — এই 'গোলাপী' শব্দ ভাঙলে 'গোলাপ' নামক আলাদা একটি অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যাবে। 'গোলাপ' শব্দটির সাথে 'ঈ' যুক্ত হয়ে 'গোলাপী' শব্দটা গঠিত হয়েছে। তাই গোলাপী একটি সাধিত শব্দ।
উদাহরণ	√ চল+ অন্ত = চলন্ত, বাঘ + আ = বাঘা, চাঁদ + মুখ = চাঁদমুখ, নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), প্রশাসন (প্র + শাসন), গোলাপ + ঈ = গোলাপী, ইত্যাদি।

অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ

ক। যৌগিক শব্দঃ

সংজ্ঞাঃ যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক অর্থ একই সে সকল শব্দকে যৌগিক শব্দ বলে।
বৈশিষ্ট্যঃ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই।
চেনার উপায়ঃ অর্থের কোনো পরিবর্তন নেই।
যেমনঃ 'মিতালি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'মিতার ভাব, বন্ধুত্ব'।

('মিতা' শব্দের পর 'ভাব' – অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় 'আলি' – যাগে মিতালি' হয়েছে);
শব্দটি এই অর্থেই ভাষায় ব্যবহৃত হয়;
অর্থাৎ 'মিতালি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই; ফলে 'মিতালি' বাংলাতে যৌগিক শব্দ।

উদাহরণ

যৌগিক শব্দ	বিশ্লেষণ	অর্থ
গায়ক	গৈ + ণক (অক)	গান করে যে
কর্তব্য	কৃ + তব্য	যা করা উচিত
বাবুয়ানা	বাবু + আনা	বাবুর ভাব
মধুর	মধু + র	মধুর মতো মিষ্টি
দৌহিত্র	দুহিতা + ষ্ণ্য	কন্যার পুত্র, নাতি
চিকামারা	চিকা + মারা	দেওয়ালের লিখন
বোনাই	বোন + আই	বোনের স্বামী
রাখাল	√ রাখ + আল	যে গরু রাখে
ঢাকাই	ঢাকা + আই	ঢাকায় উৎপন্ন
নায়ক	নে + অক	অভিনয় করে যে

খ। রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দঃ

সংজ্ঞাঃ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে।
বৈশিষ্ট্যঃ বুৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা হয়।
চেনার উপায়ঃ প্রত্যয় এবং উপসর্গ দ্বারা গঠিত হয়ে থাকবে।
যেমনঃ হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ – হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়।

রূঢ়ি শব্দ	বিশ্লেষণ	বুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
হাতি	হাত + ই	হাত আছে যার	প্রাণীকে বোঝায়
জ্যাঠামি	জ্যাঠা + আমি	জ্যাঠার মতো	চাপল্য বোঝায়
গবেষণা	গো + এষণা	গরু খোঁজা	ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা
বাঁশি	বাঁশ + ই	বাঁশ দিয়ে তৈরি যে বস্তু	সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র
তৈল	তিল + ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ	উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়
প্রবীণ	প্র + বীণ	প্রকৃষ্টরূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি	অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি
সন্দেশ	সম্ + দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন বিশেষ
কুশল		কুশল আনে যে	মঙ্গল
হরিণ		হরণ করে যে	পশুবিশেষ

গ। যোগরূঢ় শব্দঃ

সংজ্ঞাঃ সমাসনিষ্পন্ন শব্দ যখন পুরোপুরি সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে।
বৈশিষ্ট্যঃ বুৎপত্তিগত ও ব্যবহারিক অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা।
চেনার উপায়ঃ সমাস দ্বারা গঠিত হয়ে থাকবে।

যেমনঃ পঙ্কজ - পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি একমাত্র "পদ্মফুল" অর্থেই ব্যবহৃত হয়। পঙ্কজ একটি যোগরূঢ় শব্দ।

যোগরূঢ় শব্দ	বিশ্লেষণ ও ব্যাখা	যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা (শৈবাল, শালুকসহ পঙ্কে জন্মানো যে কোন উদ্ভিদ)	পদ্মফুল
রাজপুত	রাজার পুত্র	জাতিবিশেষ
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা	মৃত্যু
জলধি	জল ধারণ করে এমন	সমুদ্র
আদিত্য	অদিতির পুত্র বা সব দেবতা	সূর্য
তুরঙ্গম	যা তাড়াতাড়ি যায়	ঘোড়া
জলধি	জল ধারণ করে এমন কলসি	সমুদ্র
অসুখ	সুখের অভাব	রোগ

অনুশীলন

০১.কোনটি মৌলিক শব্দ?
ক) মধুর
খ) গায়ক
গ) কর্তব্য
ঘ) লাল

০২.অর্থ অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দকে কত ভাগে ভাগ করা হয়?
ক) ২
খ) ৩
গ) ৪
ঘ) ৫

০৩.'বাঁশি' অর্থ অনুসারে কোন প্রকারের শব্দ?
ক) যৌগিক শব্দ
খ) সাধিত শব্দ
গ) রূঢ়ি শব্দ
ঘ) যোগরূঢ় শব্দ

০৪.যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না, তাদের বলে?
ক) মৌলিক শব্দ
খ) যৌগিক শব্দ
গ) যোগরূঢ় শব্দ
ঘ) সাধিত শব্দ

০৫.'তৈল' অর্থ অনুসারে কোন প্রকারের শব্দ?
ক) রূঢ়ি
খ) যোগরূঢ়
গ) যৌগিক
ঘ) সাধিত

০৬.নিচের কোনটি সাধিত শব্দ?
ক) তিন
খ) লাল
গ) গোলাপ
ঘ) চলন্ত

০৭.সন্দেশ শব্দের প্রত্যয়গত অর্থ কোনটি?
ক) মিষ্টান্ন
খ) মিষ্টিদ্রব্য
গ) সংবাদ
ঘ) অগ্রদূত

০৮.রূঢ়ি শব্দ কোনগুলো?
ক) দৌহিত্র, চিকামারা
খ) বাবুয়ানা, জলধি
গ) হস্তী, রাজপুত
ঘ) গবেষণা, প্রবীণ

০৯.যৌগিক শব্দ কোনগুলো?
ক) মধুর, গায়ক
খ) কর্তব্য, বাবুয়ানা
গ) দৌহিত্র, চিকামারা
ঘ) সবগুলোই

১০.'মধুর' অর্থ অনুসারে কোন প্রকারের শব্দ?
ক) যৌগিক শব্দ
খ) সাধিত শব্দ
গ) রূঢ়ি শব্দ
ঘ) যোগরূঢ় শব্দ

১১.'জলধি' অর্থ অনুসারে কোন প্রকারের শব্দ?
ক) যৌগিক শব্দ
খ) সাধিত শব্দ
গ) রূঢ়ি শব্দ
ঘ) যোগরূঢ় শব্দ

১২.যোগরূঢ় শব্দ সাধারণত কোন প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়?
ক) প্রত্যয়
খ) সন্ধি
গ) সমাস
ঘ) উপসর্গ

১৩.'হস্তী' অর্থ অনুসারে কোন প্রকারের শব্দ?
ক) যৌগিক শব্দ
খ) সাধিত শব্দ
গ) রূঢ়ি শব্দ
ঘ) যোগরূঢ় শব্দ

১৪.'বাবুয়ানা' অর্থ অনুসারে কোন প্রকারের শব্দ?
ক) যৌগিক শব্দ
খ) সাধিত শব্দ
গ) রূঢ়ি শব্দ
ঘ) যোগরূঢ় শব্দ

১৫.নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?
ক) কর্তব্য
খ) সন্দেশ
গ) চিকামারা
ঘ) মহাযাত্রা

১৬.'সন্দেশ'-এর রূঢ়ি অর্থ কোনটি?
ক) সংবাদ
খ) মিষ্টান্ন বিশেষ
গ) বিশেষ দেশ
ঘ) পরসমাচার

১৭.'জাতি বিশেষ' অর্থ প্রকাশ করে কোনটি?
ক) সন্দেশ
খ) রাজপুত
গ) দৌহিত্র
ঘ) জলধি

১৮.যেসব প্রত্যয়/উপসর্গ সাধিত শব্দ উৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য কোন বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে____?
ক) যৌগিক শব্দ
খ) সাধিত শব্দ
গ) রূঢ়ি শব্দ
ঘ) যোগরূঢ় শব্দ

১৯.গঠন অনুসারে শব্দের প্রকারভেদ কোনগুলো?
ক) রূঢ়, রূঢ়ি
খ) তৎসম, অর্ধতৎসম
গ) দেশি, বিদেশি
ঘ) মৌলিক, সাধিত

২০.কোনটি রূঢ়ি শব্দ?
ক) পঙ্কজ
খ) সন্দেশ
গ) দৌহিত্র
ঘ) মধুর

শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

উৎপত্তি/উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ ৫ প্রকার। যথাঃ

- তৎসম শব্দ
- অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন তৎসম শব্দ
- তদ্ভব বা প্রাকৃত শব্দ
- দেশি শব্দ
- বিদেশী শব্দ

তৎসম শব্দঃ

অর্থ

'তৎ' অর্থ তার (সংস্কৃতের) আর 'সম' অর্থ সমান। অর্থাৎ 'তৎসম' শব্দটির অর্থ হলো সংস্কৃতের সমান।

সংজ্ঞা

যেসলব সংস্কৃত শব্দ কোন প্রকার বিকৃত না হয়ে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়ে আসছে, সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে, বাংলায় তৎসম শব্দের সংখ্যা ২৫%। হুমায়ুন আজাদের মতে, বাংলা ভাষায় ৪৪ শতাংশ শব্দ তৎসম। ঋ, র, ষ< এবং ণ -এর ব্যবহার দেখে তৎসম শব্দ চিহ্নিত করা যায়।

উদাহরণ

চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, তৃণ, গগণ, চরণ, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য, মস্তক, গৃহিণী, পঙ্কজ, পত্র, বৃক্ষ, মৃত্যু, অঞ্চল, হস্ত, চরণ, মনুষ্য, ভক্তি, আতিথ্য, মঞ্জুর, গমন, ফল, ফুল, লতা, ধর্ম, কর্ম, লাভ, ক্ষতি, শয়ন, গমন, ভোজন, সিংহ, লবণ, জিহ্বা, চর্ম, অদ্য, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, নীর, নারী, ব্যক্তি, দস্যু, দাস, সভা, শ্বশুর, ধন, ঋণ, বন্ধু, আগমন, শক্তি, মুক্তি, জয়, পরাজয়, সন্ধ্যা, পুষ্প, কৃষ্ণ, নিমন্ত্রণ, শ্রাদ্ধ, স্পর্শ, ঘর্ষণ, জ্ঞান, জ্ঞাপন, যত্ন, রত্ন, জ্যোৎস্না, তমশা, কর্ণ, কান্না, বৎস, কাক, কল্য, কঙ্কন, কেশর, শরীর, জন্ম, পর্বত, রাত্রি, জীবিকা, শয়ন, চক্ষু, জনক, সাগর, প্রবেশ, গগন, জলধি, ছাত্র, শিক্ষা, রাজা, মানব, বৎস, সন্তান, জননী, স্মৃতি, নদ, নদী, পদ্ম, প্রশ্ন, নৃত্য, বর্ষা, গ্রাম, বন, কন্যা, অস্ত্র, রণ, যুদ্ধ, জীবন, অমৃত, রবি, শশী, প্রস্তুত, পথ, ভূমি, সঞ্চয়, সমর, নতুন, নির্গমন, সিন্ধু, ঢাল, তাপস, জল, বণিক, ব্রাহ্মণ, নৌকা, কৃপণ, ক্ষমতা, ক্ষমা, দীক্ষিত, বধূ, পণ, প্রস্থান ইত্যাদি।

অর্ধ-তৎসম শব্দঃ

অর্থ

তৎসম মানে সংস্কৃত। আর অর্ধ-তৎসম মানে আধা সংস্কৃত।

সংজ্ঞা

যেসব সংস্কৃত শব্দ সামান্য পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোই অর্ধ-তৎসম শব্দ।

উদাহরণ

জ্যোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নী, বাষ্টেম, কুচ্ছিত- এ শব্দগুলো যথাক্রমে সংস্কৃত জ্যোৎস্না, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈষ্ণব, কুৎসিত শব্দ থেকে আগত।

তৎসম শব্দ		অর্ধ-তৎসম শব্দ
কৃষ্ণ	>	কেষ্ট
ক্ষুধা	>	খিদে
গৃহিণী	>	গিন্নি
চন্দ্র	>	চন্দর
নিমন্ত্রণ	>	নেমন্তন্ন
প্রীতি	>	পিরিতি
জ্যোৎস্না	>	জ্যোছনা
পুরোহিত	>	পুরুত
বৈষ্ণব	>	বোষ্টম
মহোৎসব	>	মচ্ছব
সূর্য	>	সরুজ

তদ্ভব শব্দঃ

অর্থ

তদ অর্থ (তা) সংস্কৃত, ভব অর্থ জাত।
অর্থাৎ, তদ্ভব অর্থ সংস্কৃত থেকে জাত। এটি একটি পারিভাষিক শব্দ।

সংজ্ঞা

যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে সে সব শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়। একে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়। সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা (তদ্ভব)।

উদাহরণ

গোয়াল, গরু, ঘোড়া, উট, হাতি, গাধা, সাপ, সোনা, রুপা, আম, ছাতা, লাঠি, বাতি, হাত, পা, চোখ, কান, এক, দুই, তিন, পোয়া, সাড়ে, দেড়, আধ, মা, বাপ, ভাই, বোন, মামা, জ্যাঠা, কামার, বাঁদর, ভাত, ভাপ, মেয়ে, মড়ক, মাস, রাখাল, শিউলি, কুমার, পয়লা, দোসরা, পাঁচই, আমি, তুমি, তিনি, চলে, হয়, নাচে, কাল, ভালো, হালকা, পাতলা, বাছুর, বাঁঝা, আজ, আলতা, আটপৌরে, দেউলিয়া, দেউটি, উনুন, এয়ো, ওঝা, চিড়া, ছুতা, ছাতা, জট, ঝি ইত্যাদি।

তৎসম	>	অর্ধ-তৎসম	>	তদ্ভব
বাটী	>	বাড়ী	>	বাড়ি
ভদ্র	>	ভল্ল	>	ভাল
ঘিত	>	ঘিঅ	>	ঘি
অঞ্চল	>	অংচল	>	আঁচল
সন্তার	>	সংতার	>	সাঁতার
তক্ক	>	টঙ্কা	>	টাকা
ঘাত	>	ঘাঅ	>	ঘা
পাদ	>	পাতা	>	পা
অদ্য	>	অজ্জ	>	আজ
বঙ্ক	>	বংক	>	বাঁক
হস্ত	>	হথ	>	হাত
বক্ষ	>	বুক্খ	>	বুক
দধি	>	দহি	>	দই
ঘটিকা	>	ঘডিআ	>	ঘড়ি
মৃত্তিকা	>	মিত্তিকা	>	মাটি
সন্ধ্যা	>	সঞ্ঝা	>	সাঁঝ
চলিত	>	চলই	>	চলে

	তৎসম	>	অর্ধ-তৎসম	>	তদ্ভব
●	বধূ	>	বহু	>	বউ
●	সীতা	>	সীথা	>	সিঁথি
●	গাত্র	>	গাআ	>	গা
●	অর্ধ	>	অদ্ধ	>	আধ
●	কার্য	>	কজ্জ	>	কাজ
●	পাষাণ	>	পাবন	>	পাহাড়
●	গট্ট	>	ঘট্ট	>	ঘাট
●	সখি	>	সহি	>	সই
●	অক্ষি	>	অক্খি	>	আঁখি
●	অভ্যন্তর	>	ভীতর	>	ভিতর
●	সন্ধ্যা	>	সঞ্ঝা	>	সাঁঝ
●	কর্ণ	>	কন্ন	>	কান
●	মৎস্য	>	মচ্ছ	>	মাছ
●	মধু	>	মহু	>	মৌ
●	ভক্ত	>	ভত্ত	>	ভাত
●	সর্ব	>	সব্ব	>	সব

তৎসম, অর্ধ-তৎসম এবং অদ্ভব শব্দগুলোকে একসঙ্গে আর্যমূল শব্দ বলা হয়।
ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে, বাংলা ভাষায় ৬০ শতাংশ শব্দ তদ্ভব, ২৫ শতাংশ শব্দ তৎসম, ৫ শতাংশ শব্দ অর্ধ-তৎসম, ২ শতাংশ দেশী এবং ৮ শতাংশ বিদেশী।

দেশি শব্দ

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমনঃ তামিল, কোল প্রভৃতি) ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে 'দেশি শব্দ' নামে আভিহিত করা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নিধারণ করা যায় না; কিন্তু কোনো ভাষা থকে এসেছে তার হদিস মেলে। ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, "বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর মূলনির্ণয় করতে পারেন নি ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তবে মনে করা হয়েছে যে, উদ্ভবের আগে যে-সব ভাষা ছিল আমাদের দেশে, সে-সব ভাষা থেকেই এসেছে ঐ শব্দগুলো। এমন শব্দকে বলা হয় 'দেশী শব্দ'। এগুলোকে কেউ কেউ বিদেশী বা ভিন্ন ভাষার শব্দের মতই বিচার করেন। কিন্তু এগুলোকে গ্রহন করা উচিত বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিসেবেই। ডাব, ডিঙ্গা, ঢোল, ডাঙ্গা, ঝোল, ঢেউ এমন শব্দ। এগুলোকে কী করে বিদেশী বলি?"

দেশি শব্দের উদাহরণঃ

কুড়ি (বিশ) - কোল ভাষা
পেট (উদর) - তামিল ভাষা
চুলা (উনুন) - মুন্ডারি ভাষা
এরপ- কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ডিঙা, টেকি, ঠ্যাঙা, বড়শি, কুড়ি, ঝাঁটা, মুড়ি, কয়লা, ঢ্যাঁড়শ, লাউ, খাকো, খুকি, পোকা, কানা, বোঝা, কামড় ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ

রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রায় আড়াই হাজারের মত ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। যত ধরনের বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় রয়েছে সেসব বিচার করে দেখা গেছে যে, তারা প্রধানত ৬ ধরনের। যথাঃ

(১) আরবি, ফারসি (২) তুর্কি (৩) পর্তুগিজ
(৪) ইংরেজি (৫) ফরাসি, ওলন্দাজ (৬) অন্যান্য ভাষার শব্দ

বাংলা ভাষায় তুর্কি, ফারসি, আরবি শব্দের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। নিচে বিভিন্ন রকম বিদেশি শব্দগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. আরবি শব্দঃ
বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলো দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

ধর্মসংক্রান্ত শব্দ প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ
আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, জাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল ইত্যাদি। আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুন্সেফ, মোক্তার, রায় ইত্যাদি।

এছাড়াও আরো আরবি শব্দঃ

অজুহাত, আক্কেল, আজব, আতর, আদব-কায়দা, আদালত, আমল, আমানত, আলবত, আলাদা, আসল, আসামি, অন্দর, অছিলা, আখের, আকবর, আবির, আমলা, আমিন, আয়েশ, আরশ, আসবাব, আলোয়ান, ইজ্জত, ইমারত, ইশতেহার, ইশারা, ইসলাম, ইজারা, ইনাব, ইনকিলাব, ইহুদি, ইন্তেকাল, উকিল, উজির, এজমালি, এজলাস, এক্তিয়ার, এজাহার, এলাকা, ওজন, ওয়ারিশ, ওমরা, ওকালত, ওয়াসিল, ওয়াস্তে, কবর, কেবলা, কবুল, কামাল, কায়দা, কিস্তি, কুদরত, কেতাব, কৈফিয়ত, কসুর, কসাই, কলপ, কাফন, কাফের, কালিয়া, কায়েম, কাহিল, কুলুপ, কুমকুম, কেরামতি, কেল্লাফতে, ক্রোক, খবর, খাজনা, খারাপ, খতম, খয়রাত, খতিয়ান, খাদিম, খাতির, খসড়া,এখারিজ, খালি, খাসা, খেতাব, খেয়াল, খেসারত, খেলাপ, খোলা, গজল, গলদ, গড়গড়া, গোসা, গায়ের, গর, গরিব, গলদ, ছবি, ছাদ, জবাব, জমজমাট, জরিপ, জেহাদ, জনাব, জহর, জমা, জমান, জামায়েত, জলদি, জলসা, জরিমানা, জল্লাদ, জাহাজ, জালিয়াত, জাহির, জিনিস, জিজিরা, জেরা, জুলুম, জ্বালাতন, জৌলুস, তওবা, তকদির, তলব, তাগিদ, তামাম, তারিখ, তালিকা, তদবির, তকলিফ, তহবিল, তফসিল, তবিয়ত, তফাৎ, তমশুক, তামাদি, তরফ, তর্জমা, তখত, তাজিয়া, তালাক, তাজ্জব, তানপুরা, তারিফ, তালু, তামিল, তুফান, তুলকামাল, তৈয়ার, তোড়া, তোয়াক্কা, দখল, দজ্জাল, দফা, দফারফা, দাওয়াই, দায়রা, দালাল, দেনা, দোয়া, দুনিয়া, দোয়াল, দৌলত, দলিল, দাখিল, নগদ, নজর, নবাব, নকসা, নকল,নজির, নহবত, নাকাত, নাগাল, নেহাত, নিশা, নূর, নিকাশ, নিবা, নায়ের, নাজির, ফকির, ফক্কর, ফতে, ফতুর, ফতোয়া, ফরাস, ফসল, ফসকা, ফানুস, ফালার, ফাকা, ফাঁক, ফি, ফুরসত, ফেরার, ফোয়ার, ফৌজ, ফর্দ, ফায়দা, বহি, বই, বকেয়া, বন্দুক, বদর, বয়ান, বহর, বদল, বাতিল, বিলকুল, বাদ, বাদে, বোরাক, বাবদ, বেসাতি, বিলাত, বাকি, মজবুত, মজলিশ, মানা, মাফ, মামলা, মাল, মালিক, মেজাজ, মেরামত, মেহনত, মকতব, মক্কেল, মজুদ, মঞ্জুর, মঞ্জিল, মদদ, মনি, মফস্বল, মলম, মর্জি, ময়দান, মশাল, মাশলা, মশগুল, মসজিদ, মসনদ, মহড়া, মহকুম, মস্করা, মহল্লা, মহব্বত, মহাফেজ, মাতব্বর, মাদ্রাসা, মাফ, মাফিক, মামলা, মারফত, মামুলি, মাল্লা, মাসহারা, মিনার, মিছরি, মিসর, মুনশী, মুনাফা, মুনসেফ, মুরব্বী, মুলতবী, মুলুক, মুসলিম, মুসাফির, মুশকিল, মুহুরি, মেজাজ, মোকদ্দমা, মোসাহেব, মোক্ষম, মৌলবী, মোতায়েন, মোকাবিলা, মোক্তার, মোলায়েম, মোল্লা, মৌসুমি, রদ-বদল, রায়ত, রিপু, রদ, রপ্ত, রফা, রাশি, রুজু, রেওয়াজ,রোয়াক, লায়েক, লেপ, লাকেসান, লহমা, লাখেরাজ, লেফাফা, লেবু, শরবত, শহিদ, শখ, শয়তান, শরাব, শারিক, শুরু, শর্ত, সই, সড়কি, সদর, সন, সফর, সনদ, সবুর, সহিস, সাকিন, সাফ, সাবেক, সামাল, সিকি, সিন্দুক, সুলতান, হাজত, হামলা, হারাম, হাল, হুকুম, হক, হজম, হদ্দ, হরফ, হরকত, হাওলাত, হাকিম, হালত, হাসিল, হালুয়া, হিকমত-হিম্মত, হিসাব-নিকাশ, হুজ্জত, হুলিয়া, হেফাজত ইত্যাদি।

ফারসি শব্দ

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, প্রায় ২৫০০ ফারসি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে।
বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

ধর্মসংক্রান্ত শব্দ	প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ	বিবিধ শব্দ
খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।	কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।	আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাশ, রফতানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি।

এছাড়াও আরো কিছু ফারসি শব্দের উদাহরণঃ

আইন, আওয়াজ, আঙর, অচার, আজাদ, আতশবাজি, আন্দাজ, আফগান, আফসোস, আমেজ, আয়না, আরাম, আশকারা, আশমান/আসমান, আস্তানা, আস্তে, আবহাওয়া, অজুহাত, আবাদ, আমদানি, ইয়ারকি, ইরানি, ইয়ার, ওস্তাদ, কম, কামান, কারখানা, কারচুপি , কারবার, কারিগর, কুস্তি, কিনারা, কোমর, কামাই, কিশমিশ, খোদা, খাতা, খরগাশে, খরিদ, খস্ খস্, খানদানি, খাম, খুন, খুশি, খোরাক, খাশে, খাশোমোদ, খরচ, খঞ্জর, খুব, বেশি, গরম, গর্দান, গায়েন্দা, গোরস্থান, গোলাপ, চাঁদা, চাকর, চালাক, চেহারা, চশমা, চাদর, চাকরি, জঙ্গল, জমি , জর্দা, জামা, জায়গা, জোড়, জবাব, তোপ, তরমুজ, তাজা, তির, তীর (বাণ), দরকার, দরখাস্ত, দরজা, দরবার, দরুন, দর্জি, দালান, দোকান, দরিয়া, নাশতা, পছন্দ, পর্দা, পলক, পশম, পাইকারি, পেশা, পোশ, ফরমান, বনাম, বালিশ, বন্দ, বন্দর, বন্দি, বস্তা, বাগান, বাজি, বাচ্চা, বাজার, বাদশাহি, বাসিন্দা, মোকদ্দমা, মালিক, সিপাহী, রোজ, দরজা, তৈয়ার, দারোয়ান, , মজুর, ময়দা, মোরগ, মাহিনা, মিহি, মেথর, রসিদ, রোজগার, রপ্তানি, রাস্তা, রুমাল, রেশম, লাশ, শাবাশ, শিকার, শিরোনাম, শুমারি, শহর, শায়েস্তা, শিরনামা, সওদা, সবজি, সবুজ, সরকার, সরাসরি, সেরা, সর্দি, সাজা, সাদা, সানাই, সে (তিন), হপ্তা, হাজার, হিন্দু, হাঙ্গামা, হাজার, কার্তুজ, কাফে, কুপন, রেস্তোরা, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দঃ

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, তুর্কি শব্দ চল্লিশটির বেশি হবে না। 'কুলি' তুর্কিতে ছিল 'কুলী', তখন তার অর্থ ছিল 'ক্রীতদাস'। 'কোর্মা; তুর্কিতে ছিল 'কওউর্মা'। 'খাতুন' তুর্কিতে ছিল 'খতুন'। 'বেগম' তুর্কিতে ছিল 'বেগুম'। 'লাশ' তুর্কিতে ছিল 'লাস'।

কিছু তুর্কি শব্দের উদাহরণঃ

বন্দুক, আলখাল্লা, উজবুক, কুলি, কোর্মা, খাতুন, তোপ, বেগম, লাশ, বাবা, বাবু, চাকু, বোচকা, দারোগা, ফিরিঙ্গি কোর্তা, ক্রোক, খাঁ, তোপ, বোচকা, মুচলেকা, তুরুক, বাইজি, তকমা, খাতুন, বিবি, ঠাকুর, উর্দি, উর্দু, খোকা, পাঁচ, দাদা, মোগল, চাকর, বারুদ, কুর্নিশ, বাবা, বাবুর্চি, সুলতান, তালাশ, বাহাদুর, সওগাত ইত্যাদি।

পর্তুগিজ শব্দঃ

বাংলা ভাষায় একশো থেকে একশো দশটির মতো আছে পর্তুগিজ শব্দ। আনারস পর্তুগিজে ছিল 'অননস'। পিস্তল ছিলো 'পিস্তোল', সায়া (মেয়েদের পোশাক) ছিলো 'সইঅ'। কামরা ছিল 'কমর'। বালতি ছিল 'বলদে'। বারান্দা ছিল 'ভেরানডা'। পেঁপে ছিল 'পপইঅ'।

এরকম আরো অনেক পর্তুগিজ শব্দের উদাহরণঃ

আনারস, পিস্তল, সায়া, কামরা, বালতি, বারান্দা, পেঁপে, আচার, আয়া, আলমারি, আলকাতরা, ইস্পাত, কেরানি, গির্জা, গুদাম, চাবি, তায়োলে, নিলাম, পাউরুটি, পাদ্রি, ফিতা, সাবান, ক্রুশ, পেয়ারা, কামরাঙা, কপি, বাতাবি, তামাক, আতা, বোতল, গামলা, পেরেক, কামরা, টুপি, বোতাম, মিস্ত্রি, বাসন, পাচার, আলপিন, কেদারা, গরাদ, জানালা, পারদ, বেহালা, বোমা, মার্কা, মাস্তুল ইত্যাদি।

ইংরেজী শব্দঃ

অফিস, আর্ট, এজেন্ট, এনামেল, কফি, কমা, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কোম্পানি, ক্যামেরা, ক্লাব, ক্লাস, গেট, গেঞ্জি , চেক, চেয়ার, টিকিট, টিন, টিফিন, টেবিল, টেলিগ্রাফ, ডজন, ডবল, ডাক্তার, ড্রাম, নবেল, নাটে, পকেট, পাউডার, পিয়ন, পুলিশ, পেন্সিল, প্যাকেট, ফটো, ফুটবল, ফোন, ব্যাগ, ম্যানেজার, মাস্টার, লাইব্রেরি, সিনেমা, সার্জন, স্কুল, স্টেশন, শার্ট, হাইকোর্ট ইত্যাদি।

হিন্দি শব্দঃ

ইস্তক, ওয়ালা, খাট্টা, খানা, খাম, চালু, টহল, ফালতু, জঙ্গল, কুত্তা, আচ্ছা, সঙ্গ, ঠান্ডা, ভরসা, বাচ্চা, চানাচুর, চেহারা, খিল, ঝুট, চিজ, পানি, কমলা, খানাপিনা, চরকা, চাহিদা, কাহিনী, চামেলি, গদি, ঘাবড়ানো, ঘুষাঘুষি, চাঁদোয়া, চাচা, চাটনি, চাটা, চাটাই, চানা, চাপাতি, চিড়িয়া, চোট্টা, ছাতি, ছালুন, জায়গা, জিলাপি, ঝান্ডা, ঝামেলা, টপ্পা, ঠিকানা, ঠক্কর, ডালপুরি, ঢিলা, তার, দাদা, দাদি, দুলা, ধোলাই,ফুফা, ফুফি, বড়াই, বেটা, ভরসা, সুজি, ওয়ালা, ছিনতাই, ডেরা, টহল, ডেমরা, তাগড়া, আন্দাজ, সাথী, মুসলমান, পানি, ভাই, বোন, রুটি, জঙ্গল, আগড়ম-বাগড়ম, আচ্ছা, কাচারি, কাহিনী, খেয়াল ইত্যাদি।

ওলন্দাজ	ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, টেক্কা, তুরুপ, চিরাতন, ইস্কুল ইত্যাদি।
ফরাসি	আঁতাত, ফরাসি দিনেমার, কুপন, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, ওলন্দাজ, বুর্জোয়া, ইংরেজ, গ্যারাজে, তোয়ালে কুপন, ডিপো, আঁতেল, কার্তুজ ইত্যাদি।
চীনা	চা, চিনি, লিচু, সাম্পান, এলাচি, হোয়াংহো, সার্টিন, গুলাচি (ফুল) ইত্যাদি।
মারাঠি	বরগি ইত্যাদি।
রুশ	সোভিয়েত, বলশেভিক, কমিউন, স্পুৎনিক ইত্যাদি।
জাপানি	ক্যারাটে, জুডো, রিকশা, প্যাগোডা, হারিকিরি, সাম্পান, হাসনাহেনা ইত্যাদি।
মালয়	কাকাতুয়া, কিরিচ।
জার্মানি	ফ্যুরার।
পেরু	কুইনাইন।
অস্ট্রেলিয়া	ক্যাঙ্গারু।
গুজরাটি	হরতাল, জয়ন্ত্রী, খদ্দর, তকলি ইত্যাদি।
দক্ষিণ আফ্রিকা	জেব্রা।
বর্মী শব্দ	ফুঙ্গি, লুঙ্গি, আরাকান ইত্যাদি।
ইন্দোনেশীয়	বর্তমান, বাতাবি ইত্যাদি।
ইতালি	সনেট, ফ্যাসিস্ট, মাফিয়া, ম্যালেরিয়া, ম্যাজেন্টা, রোম ইত্যাদি।

সিংহল	বেরিবেরি।
গ্রিক	কেন্দ্র, দাম, সুরঙ্গ, ইউনানি ইত্যাদি।
সাঁওতালি	বোঙ্গা, হাঁড়িয়া।
তামিল	চেট্টি, চুরুট, ভিটা ইত্যাদি।
পাঞ্জাবি	তারকা, চাহিদা, শিখ, পাঞ্জাবি ইত্যাদি।
তিব্বতি	লামা।
মেক্সিকান	চকলেট।
স্প্যানিশ	তামাক, ডেঙ্গু ইত্যাদি।
পেরু	কুইনাইন।

মিশ্র শব্দঃ

কখনো কখনো দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিচে কয়েক রকম মিশ্র শব্দ আলোচনা করা হলো।

১. ফারসি ও আরবি মিশ্রণ	আজগুবি, আবহাওয়া, খামখেয়াল, খুবসুরত, খোদাতালা, কুচকাওয়াজ, খুন-খানাপ, খোশমেজাজ, খোদাতালা, জবরদখল, গরম মশলা, দস্তখত, দহরম-মহরম, না-দাবি, নাবালক, নাদাবি, নাহক, নারাজ, নেক-নজর, নিমক-হারাম, বেয়াকুব, বে-কসুর, বাজিমাত, বেহদ্দ, বজ্জাত, বেফাঁস, পছন্দসই ইত্যাদি।
২. আরবি-ফারসি মিশ্রণ	ওয়াকিবহাল, ওরফে, কেতা-দুরস্ত, খয়রাতি, খয়ের খাঁ, খাতা, জমাদার, তাজমহল, তাঁবেদার, তৈরি, ফেরারি, ফৌজদারি, লেফাফা-দুরস্ত, শরবতি, হারামজাদা ইত্যাদি।
৩. তুর্কি-ফারসির মিশ্রণ	চুগলিখোর, তুরকি, মোগলাই ইত্যাদি।
৪. আরবি-তুর্কির মিশ্রণ	খাজাঞ্চি।
৫. আরবি-চিনার মিশ্রণ	কাবাব-চিনি।

অন্যান্যঃ

- হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি)
- হেড-মৌলভি (ইংরেজি + ফারসি)
- হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম)
- খ্রিস্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম)
- ডাক্তারখানা (ইংরেজি + ফারসি)
- পকেটমার (ইংরেজি + বাংলা)
- আইনজীবী (আরবি + তৎসম)
- চৌহদ্দি (ফারসি + আরবি)

অনুশীলনী

০১.উৎস বা উৎপত্তি অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়টি প্রধান ভাগে করা যায়?
ক) তিনটি
খ) চারটি
গ) পাঁচটি
ঘ) ছয়টি

০২.কোনটি তৎসম শব্দ?
ক) চন্দ্র
খ) বৈষ্ণব
গ) তসবী
ঘ) ক ও খ

০৩.নিচের কোনটি তদ্ভব শব্দ?
ক) হাত
খ) ঝাঁটা
গ) চন্দ্র
ঘ) ভবন

০৪.বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশী শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে কি বলে?
ক) প্রতিশব্দ
খ) সমার্থক শব্দ
গ) পারিভাষিক শব্দ
ঘ) বিদেশী শব্দ

০৫.কোনটি মিশ্র শব্দ?
ক) নামাজ-রোজা
খ) হারাম-হালাল
গ) হাট-বাজার
ঘ) ধামা-কুলো

০৬.ফরাসি শব্দ কোনটি?
ক) হরতাল
খ) পাদ্রি
গ) তোপ
ঘ) কুপন

০৭.কোনটি মিশ্র শব্দ?
ক) বেগম-বাদশা
খ) হেড-মৌলভী
গ) চন্দ্র-সূর্য
ঘ) চাকর-বাকর

০৮.'হাসপাতাল' কোন শ্রেণীর শব্দ?
ক) খাঁটি উচ্চারণের ইংরেজী শব্দ
খ) পরিবর্তিত উচ্চারণের ইংরেজি শব্দ
গ) পারিভাষিক শব্দ
ঘ) পর্তুগিজ শব্দ

০৯.'হরতাল' কোন ভাষার শব্দ?
ক) ওলন্দাজ
খ) তুর্কি
গ) হিন্দি
ঘ) গুজরাটি

১০.তৎসম শব্দ কোনটি?
ক) চাকু
খ) নক্ষত্র
গ) ঈমান
ঘ) চামার

১১.কোন শব্দটি মুন্ডারী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
ক) চুলা
খ) কুলা
গ) মুলা
ঘ) তুলা

১২.নিচের কোনটি পারিভাষিক শব্দ?
ক) কলেজ
খ) ম্যানেজার
গ) অক্সিজেন
ঘ) নথি

১৩.'পাউরুটি' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ।
ক) পর্তুগিজ
খ) ফরাসি
গ) গুজরাটি
ঘ) পাঞ্জাবি

১৪.কোনটি তৎসম শব্দের উদাহরণ?
ক) কুচ্ছিত
খ) বেগম
গ) গিন্নী
ঘ) হস্ত

১৫.কোনটি পারিভাষিক শব্দ?
ক) বিশ্ববিদ্যালয়
খ) কলেজ
গ) স্কুল
ঘ) ইনস্টিটিউশন

১৬.'চশমা' কোন ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ?
ক) ইংরেজি
খ) ফরাসি
গ) ফারসি
ঘ) ওলন্দাজ

১৭.কোনটি পর্তুগিজ শব্দ?
ক) আলপিন
খ) ইস্কাপন
গ) হরতাল
ঘ) লুঙ্গি

১৮.কোনটি দেশী শব্দ নয়?
ক) পেট
খ) চাঙারী
গ) ঘর
ঘ) ঠোঙা

১৯.কোনটি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ?
ক) কান্না
খ) গিন্নি
গ) রান্না
ঘ) ইস্কুল

২০.অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে কি বলে?
ক) দেশী শব্দ
খ) বিদেশী শব্দ
গ) তৎসম শব্দ
ঘ) বাংলা শব্দ